দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

C11

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই মেলেনি

লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর লেখাপড়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে

ছাত্রীর সংখ্যার চাইতে ১ লাখ ৪শ' ৭৭ সেট কম বই সরবরাহ করা হয়েছে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত সব ছাত্র-ছাত্রী বই পাবে। সরবরাহকৃত বই শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। খোলা বাজারে এ বই বিক্রি নিষিদ্ধ।

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় অফিস সূত্রে বলা হয়েছে, প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণীর ৩০জন, প্রথম শ্রেণীর ৮৫ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৫০ জন, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ৩৭ জন এবং পঞ্চম শ্রেণীর ৩০জনের মধ্যে বই বিতরণের জন্যে সরকারী নির্দেশ রয়েছে। অর্থাৎ রেশিও অনুযায়ী ১৭ হাজার ৭শ' শিক্ষার্থীর বই সরবরাহ করা হয়নি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী ১ লাখ ৪শ' ৭৭ জন শিক্ষার্থী এবার বই পাবে না।

এদিকে বই বিতরণ নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সমস্যায় পড়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে তারা অভিভাবকদের কাছে লাঞ্ছিত হচ্ছেন। কেননা সরকার মুখে বলছেন সব ছাত্রই বই পাবে। অথচ সরবরাহ করা হচ্ছে রেশিও অনুসারে।

॥ রুকুনউদ্দৌলাহ ॥

যশোর, ৯ই জানুয়ারী।-চলতি শিক্ষা বর্ষে পাঠ্য বইয়ের অভাবে যশোর জেলার প্রাথমিক স্তরের লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর লেখাপড়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

যশোরে সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮শ' ৬৬টি। এর মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬শ' ৬১ এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ২শ' ৫টি। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৩ লাখ ৪৬ হাজার ৩শ' ৪৬জন।

চলতি শিক্ষা বর্ষে উল্লেখিত ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বই চেয়ে পাঠানো হয় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে। কিন্তু বই পাঠানো হয়েছে ২ লাখ ৪৫ হাজার ৮শ' ৬৯টি। অর্থাৎ ছাত্র-